بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে পবিত্র কুরআনের ফজিলত, অবস্থান, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা

শত্রুদের হাত থেকে নিরাপদ থাকতে, বিশ্বের সাধারণ পরিস্থিতি এবং ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য রমযান মাসে দোয়ার তাহরীক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৭ এপ্রিল, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) বলেন:

আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.) এর উপর দ্বীন ও শরীয়তকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَاَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَرَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতরাজি সম্পূর্ণ করলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। সুতরাং মুসলমানদের জন্য এটি আল্লাহ্র অপার একটি অনুগ্রহ যে তিনি তাদের একটি পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ শরিয়ত দান করেছেন। এই দাবি শুধুমাত্র ইসলামের অন্তর্গত, অন্য কোন ধর্মের নয়। এখন শেষ ধর্ম হল ইসলাম যা আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় ধর্ম, এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করলে এখন ইসলামকে অনুসরণ না করা বা ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করছেন যে, কুরআনের শিক্ষাই এখন মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র মাধ্যম, এই শিক্ষা এতটাই নিখুঁত যে, প্রার্থিব উন্নতির জন্যও এই শিক্ষা সমানভাবে অপরিহার্য।

আল্লাহ্ তাআলা যখন এই শিক্ষার পরিপূর্ণতার (বিষয়ে 'আকমালতু') ঘোষণা করেন, তখন তিনি বোঝান যে, মানুষের সমস্ত যোগ্যতা, তা নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা শারীরিক, শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন

অনুসরণের মাধ্যমেই সেগুলি অর্জন করা যেতে পারে। একইরকমভাবে তিনি 'আতমামতু' শব্দটির দ্বারা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের প্রয়োজন যাই হোক না কেন, একমাত্র পবিত্র কুরআনই সেগুলি সব ক্ষেত্রে পূরণ করে। এমন কোনো প্রয়োজন নেই যা পবিত্র কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা মানুষের বস্তুগত চাহিদাই হোক বা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মান অর্জনের উপায় ও পদ্ধতি।

এই আয়াতের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে, এখন মানুষের বেঁচে থাকা এই শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এই শিক্ষা সর্বকালের এবং সমস্ত বিশ্বের মানুষের জন্য। পবিত্র কুরআনের পূর্বে যে সকল শিক্ষা বিভিন্ন নবীর উপর নাযিল হয়েছিল তা ছিল অস্থায়ী এবং সেগুলি সেই সময় অনুযায়ী ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য এটাও ঘোষণা করেছেন যে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে এবং তিনিই পূর্ণাঙ্গ ও শেষ নবী যাঁর উপর এই নিখুঁত বিধান নাযিল হয়েছিল। আপত্তিকারীরা আপত্তি করে যে, যদি এটাই বিশ্বাস হয় এবং তিনি পবিত্র কুরআনকে শেষ বিধান এবং মহানবী (সা.)-কে শেষ নবী মনে করেন, তাহলে তাঁর দাবির যথার্থতা কী এবং তাঁর আসার কী প্রয়োজন ছিল এই যুগে? সুতরাং এর উত্তরটি তিনি (আ.) এক জায়গায় এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আপনারা যদি ইসলামি শিক্ষা অনুসরণ করতেন, তাহলে আমার আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবে সময়ের সাধারণ অবস্থা এবং বিশেষ করে মুসলমানদের সার্বিক পরিস্থিতিই একজন ঐশী শিক্ষকের প্রয়োজন ঘোষণা করছিল।

তিনি (আ.) তাঁর সাহিত্য, লেখনী ও পুস্তকাদি সর্বত্র বলেছেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাকে তাঁর শরীয়ত ও দ্বীন এবং পবিত্র কুরআনের অনুশাসনকে বিশ্বে প্রসার করতে এসেছি।' এই কাজটি তিনি (আ.) করেছিলেন এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর এই কাজটি আহমদীয়া জামাত তাঁর (আ.) এর দেওয়া সাহিত্য এবং কুরআনের তাফসীর অনুযায়ী করে চলেছে। তাই প্রত্যেক আহমদীর এটি বিবেচনা করা উচিত যে আমরা এই লক্ষ্য কতদূর পূরণ করছি। সামগ্রিকভাবে, একটি প্রোগ্রাম আছে এবং এটি অব্যাহত, তবে এটি ব্যক্তিগত স্তরেও হওয়া উচিত। সুতরাং আমাদের আনুগত্যের উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হবে যখন আমরা এই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখব। এ জন্য আমাদের সর্বদা পবিত্র কুরআন পাঠ ও বোঝার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। এর জন্য সর্বোত্তম উৎস হল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পুস্তক ও বাণী।

হুযুর আনোয়ার বলেনঃ আমি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)'র বাণীর আলোকে কিছুদিন যাবত পবিত্র কুরআনের মর্যাদা (ফযিলত) ও গুণাবলী ব্যাখ্যা করে আসছি। আজও আমি পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁর (আ.) বাণী উপস্থাপন করব।

হুযুর আনোয়ার বলেনঃ বয়াতের দশটি শর্তের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে আমি পবিত্র কুরআনের অনুশাসন শিরোধার্য করে চলব। তাই এই রমযানে আমরা প্রত্যেকে যদি এই নির্দেশনা মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিই, তাহলে শুধু আমাদের আধ্যাত্মিকতায়ই উন্নতি হবে না, আমাদের সমাজও হয়ে উঠবে জান্নাতের মতো সমাজ।

হুযুর আনোয়ার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রসঙ্গে বলেন, মানুষের স্বভাব যতই কলুষিত হতে পারে এবং যে পরিমাণ বিপথগামী ও অসদাচরণ করতে পারে, পবিত্র কুরআনে এই সব ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। তাই তিনি (আল্লাহ্) এমন এক সময়ে পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন যখন মানব জাতির মধ্যে এই সমস্ত ত্রুটি দেখা দিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে মানুষের অবস্থা প্রতিটি কু ধারণা ও কুপ্রথা থেকে কলুষিত হয়ে

গিয়েছিল। আর এই ছিল ঐশী প্রজ্ঞার চাহিদা যে তাঁর অসাধারণ বাণী এমন সময়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত। কেননা এই ধরনের অপরাধ ও দুর্নীতির বিষয়ে যা তারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত, সেসব উদ্ভবের পূর্বেই অবহিত করা তাদেরকে তাদের পাপের দিকে আগ্রহ সৃষ্টি করত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আছে তারা সাধারণ মানুষের সমান হতে পারে না। যে শব্দটি খোদার বাণী তা অবশ্যই মানুষের কথা থেকে উচ্চতর হতে হবে। ঐশী জ্ঞান কখনই মানুষের কথার অনুরূপ হতে পারে না। তাই পবিত্র কুরআন সর্বক্ষেত্রে নিখুঁত বলে দাবি করে এবং কেউ এর বিরুদ্ধে কখনো ছিল না এবং হবেও না। যারা এই পবিত্র বাণী অনুসরণ করেছে তাদের মধ্যে এর প্রভাব দেখা যায়। অতএব, এটাও কুরআন শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য যে, যারা এর অনুসরণ করবে তারাই অসাধারণ কল্যান লাভ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, ফুরকান মজিদ তার বাগ্মীতাকে আন্তরিকতা এবং সত্যের প্রতি অঙ্গীকার সম্পর্কে সচেতন করেছে। এটি সমস্ত ধর্মীয় সত্যকে আচ্ছাদিত করেছে। এটি প্রতিটি প্রতিপক্ষের জন্য ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতে পরিপূর্ণ। যে বিষয়গুলিতে দুর্নীতি দেখেছে সেগুলি সংস্কারের জন্য জোর দিয়েছে। কুরআন সমস্ত ধরণের রোগের নিরাময় রচনা করেছে। (এর মধ্যে) মিথ্যা ধর্মের প্রতিটি বিভ্রম মুছে ফেলা হয়েছে। প্রতিটি একক আপত্তির উত্তর দিয়েছে। এমন কোন সত্য নেই যা ব্যাখ্যা করা হয়নি। অপ্রয়োজনীয় কোনো শব্দ লেখা হয়নি। বাগ্মীতাকে এমন পরিপূর্ণতায় নিয়ে আসে যে, প্রথম ও শেষ পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান এই গ্রন্থে পরিপূর্ণ হয়। তাঁর শিক্ষা এমন যে এর ব্যাখ্যা সর্বকাল অনুসারে জ্ঞান প্রদান করে। এমন গ্রন্থ কি কেউ প্রত্যক্ষ করেছে যা অল্প কথায় জ্ঞানের ধারা সঞ্চারিত করে? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রতিটি ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, এস আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে যাও, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এই চ্যালেঞ্জে সাড়া দেয়নি। তা সত্ত্বেও, আমরা আহমদীরা (কুরআন) অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত!

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ্ বারবার বলেছেন যে, সর্বপ্রথম সর্বশক্তিমান আল্লাহ্কে একক এবং অংশীদার বিহীন হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং রসূল (সা.)কে সত্য নবী হিসাবে বিশ্বাস করা উচিত। পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ্র কিতাব মনে করুন। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরআনের ঐশী বাণীর মহিমা সম্পর্কে বলেছেন যে, যারা দাবি করে যে তারা কুরআনের উপমা আনতে পারে তাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। পবিত্র কুরআন এমন একটি অনন্য সাধারণ মো'জেযা, যার দৃষ্টান্ত কোন মানুষ বা জ্বীনের পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এবং এতে এমন তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমাবেশ রয়েছে যা মানবীয় জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ 'যদি আমার সাথে কোন নিদর্শন, ঐশী সমর্থন সংযুক্ত না থাকে, আমি যদি পবিত্র কুরআন থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতাম বা কোনো কিছু প্রবর্তন বা রহিত করতাম অথবা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ভিন্ন পথ গ্রহণ করতাম, তাহলে লোকদের ওযর যুক্তিসঙ্গত হতো যে, এ ব্যক্তি আল্লাহ্র রসূলের শত্রু এবং কুরআনের শত্রু। এখন আমি কুরআনে কোন পরিবর্তন করিনি এবং প্রথম শরীয়তেরও কোন অংশে হস্তক্ষেপ করিনি, তবে আমি কুরআন ও কুরআনের অনুশাসন এবং মহানবী (সা.) এর বিশুদ্ধ দ্বীনের সেবা করতে প্রস্তুত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবি যা আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা তাঁর (আ.) মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং তিনি (আ.) আমাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে অবগত করেছেন। এই লোকদের চিন্তা করা উচিত যারা জামাতের উপর আপত্তি করে চলেছে। এরা যারা বিরত হচ্ছে না, মহান আল্লাহ্ তাদের অভিশংসন ছাড়া ছাড়বেন না।

হুযুর আনোয়ার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখনী থেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনার উপর আলোকপাত করে বলেন, এই নীতিগুলিই বিশ্বে শান্তির গ্যারান্টি। বিশ্বযুদ্ধে জড়িত জাতিগুলি এই নীতি বুঝতে পারলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে ধ্বংস অনিবার্য।

পবিত্র কুরআনের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার ঘোষণা দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঘোষণা করেছিলেন যে যদি কেউ কুরআনের বিরুদ্ধে এমন কোন সত্য দেখায় যা এতে বর্ণিত নেই, বা অন্য কোন গ্রন্থে আরও উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করা এমন কোন সত্য দেখায়, তাহলে আমি মৃত্যুদণ্ডকে মেনে নেব। আজ, কুরআন পৃথিবীতে একমাত্র খোদার বাণী যাতে একত্ববাদ, ঐশী শ্রদ্ধা এবং ঐশী একত্ব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান, এবং কুরআন খোদার উপর কোন ত্রুটি চাপিয়ে দেয় না এবং জোর করে কোন শিক্ষা চাপিয়ে দেয় না, এবং এটি মানুষের কথা বা কাজের ত্রুটি সংশোধন করে এবং প্রতিটি অনাচার ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তা প্রতিরোধ করে।

হুযুর আনোয়ার দোয়া করেন যে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সঠিকভাবে কুরআন পাঠ করার, বোঝার এবং অনুশীলন করার ক্ষমতা দান করুন এবং রমযানের পরেও আমরা যেন সেভাবে কুরআন থেকে আশীর্বাদ লাভ করতে পারি যেভাবে রমযানে লাভ করে থাকি।

জুম'আর খুতবা শেষে সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার রমযানে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, জামাতের বিরোধীতাকারীদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে বিশেষভাবে দোয়া করুন। তিনি বিশ্বের সাধারণ পরিস্থিতি এবং ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দান করুন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
7 April 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in